দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 29 MAR 2008 ... পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

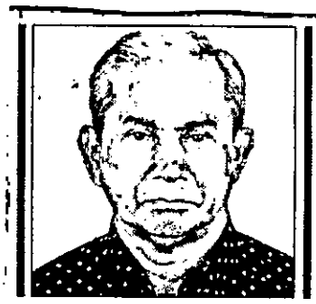

শিক্ষার মান : প্রসঙ্গ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের বেশীর ভাগ উচ্চশিক্ষার্থী প্রায় একশতের মতো সরকারী বেসরকারী কলেজে সম্মান ও মাষ্টার্স পর্যায়ে পড়াশোনা করছে এবং স্নাতক (পাস) পর্যায়ে প্রায় দেড় হাজার কলেজে অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীদের সাথে যোগ করে ধরেই নেয়া যায়, বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তার বৃহত্তর দায়িত্ব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত। মাত্র ৭.৫-৮ ভাগ শিক্ষার্থী সাধারণ পাবলিক, কারিগরি ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। বাকী ৯২ ভাগ শিক্ষার্থী জাতীয় বিশ্ববিদ্যায়ের অধীনে সরকারী বেসরকারী কলেজে পড়াশোনা করে। এদের মধ্যে দশ থেকে বার ভাগ শিক্ষার্থী স্নাতক পাস পর্যন্ত পড়াশোনো করেই ক্ষান্ত হয়। কেননা, হয় তারা সম্মান শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পায় না, নয় তারা আর্থিক অসঙ্গতির কারণে সম্মান শ্রেণীতে পড়তে যায় না। উপরোক্ত ৭.৫-৮.০ ভাগের মধ্যে যারা একটু সচ্ছল পরিবারের সন্তান, তারা আবার কোন না কোন বিশেষায়িত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ করে নেয়। যেমন কেউ বি.বি.এ, এম.বি.এ বা ল' কোর্সে, কেউ শিক্ষন পদ্ধতিতে ডিগ্রী অর্জন করার উদ্দেশ্যে পড়াশোনা করে থাকে। সরলভাবে এটাই প্রকৃত চিত্র যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে জনশক্তি সৃষ্টির প্রধান নিয়ামক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আসলে কি তাই? পূর্ববর্তী একটি নিবন্ধে আমি বলার চেষ্টা করেছি যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় নানা কারণে এই নিয়ামকের দায়িত্ব পালনে সঠিক অর্থে সফলতা লাভ করতে পারছে না। এই অবস্থার পেছনে রহস্য কি? কিন্তু আসলে এটা কোন রহস্য নয়। প্রকৃত অবস্থা এই যে, দেশের মেধাবী তরুণ-তরুণীদের বেশীর ভাগই ডিগ্রী স্তরে এসে শিক্ষার প্রকৃত মান অর্জন করতে না পেরে অদক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলো, কয়েকটি আইন কলেজ, কয়েকটি টেকনিক্যাল কলেজ (যেমন নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের মেরিণ টেকনলজী ইনষ্টিটিউট) এবং কয়েকটি তথ্যবিজ্ঞান ইনষ্টিটিউট ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে মূলত দূর্বল শিক্ষার বর্মপড়ে আমাদের তরুণগণ কর্মজীবনে অবতীর্ণ হচ্ছে। ফলে দেশ দিন দিন দক্ষ জনশক্তির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। দেশের উন্নয়ন কর্মকান্ড, ব্যবসায় বাণিজ্য, স্বাস্থ্য সেবা, অর্থনৈতিক কর্মসূচী, গবেষণা, শিক্ষা, সকল ক্ষেত্রেই এই অবক্ষয়ের ফল অত্যন্ত বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এর কারণ কি? এ থেকে উত্তরণ হবে কিসে? কারণ খুঁজে বের করতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না, সে তো অনুধারণ করা যায়। কেননা প্রায় ১৫০০ এর মতো সরকারী বেসরকারী কলেজে পাসডিগ্রী এবং প্রায় ১০০-এর মতো সরকারী বেসরকারী কলেজে সম্মান ও মাষ্টার্স কোর্সে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (আইন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, তথ্যপ্রযুক্তি, ব্যবসায় প্রশাসন, শিল্পকলা ইত্যাদি) সংখ্যাও অনেক। এগুলো সবই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত। এসব উচ্চতর ডিগ্রী প্রদানকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, যেগুলো আমাদের জনগণকে সুশিক্ষা ও কর্মমুখী শিক্ষাদান করার আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যুগের চাহিদা মোতাবেক সে আদর্শ পরিপুষ্ট করে ধরে রাখতে পারলে এবং উচ্চশিক্ষার প্রকৃত দায়িত্ব পালন

সৃষ্টির এক অনুকরণীয় রাষ্ট্রে পরিণত হতো। অনুধাবন করতে ভালোই লাগে যে, তখন বড় বড় কলেজকে গণ্য করা যেতো এক একটি বড় সড় জনশক্তি সৃষ্টিকারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে। প্রতি জেলা কেন্দ্রে অবস্থিত প্রাচীনতম ও বৃহত্তম কলেজটিও যদি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত হতো, দেশে জনশক্তি উৎপাদনের দৈন্যদশা অনেকটা কেটে যেতো।

অতএব শিক্ষার মানে ধস্ নামার মূল কারণই হলো, আমরা এসব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযোগ্য ও যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে পারেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে চালু করে তা ধরেও রাখতে পারিনি। গণিত, বাণিজ্য শিক্ষা, রসায়ন, পদার্থ বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়, সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষার বিষয়, অর্থনীতিসহ সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ এবং আইন শিক্ষার সম্মান ও মাষ্টার্স পর্যায়ে যেসব বিষয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সার্বজনীনভাবে শিক্ষাদান করা হয়, সেগুলো যুগের সাথে তাল মিলিয়ে যতোটা উন্নত হবার কথা ছিল, ততোটা হয়নি। সিলেবাস দুএক ক্ষেত্রে আধুনিকায়ন হলেও শিক্ষার প্রক্রিয়ায় ততোটা আসেনি। ধরা যাক গণিতের কথা। সরকারী বেসরকারী

গ্রাজুয়েটগণের কৃতকার্যতা থেকে পরিদৃষ্টি হয়। এই পরিমাপেই বলা চলে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মূলতঃ পাঠদানের দুর্বলতার কারণ শিক্ষকদের যোগ্যতার দুর্বলতা। একই সাথে তাদের দায়িত্বের প্রতি অবহেলার বিষয়টি রয়েছে। বহুক্ষেত্রে সঠিক সময় দিয়েও সঠিক মানে কোর্সসমূহ সম্পন্ন হয় না। বিজ্ঞান বিষয়সমূহে গবেষণা করা বা থিসিস গ্রুপে ছাত্র-ছাত্রী নেয়ার প্রচলন এখনও স্থাপিত হলো না। ব্যবহারিক ক্লাসের ওপর তেমন কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না বললেই চলে। পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে শিক্ষার্থীগণ যারপরনাই ব্যতিব্যস্ততার সাথে নোট মুখস্থ করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। এভাবেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জনশক্তি সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষার মান এ থেকেই সুস্পষ্ট হয়।

এভাবে দেশের লক্ষাধিক উচ্চশিক্ষার্থী সম্ভাবনাময় তরুণ-তরুণীর জীবন বিকাশের পথযাত্রায় যে দারুণ অবহেলা প্রদর্শক করা হচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য। এতে দেশের ৭০ ভাগ উচ্চশিক্ষার্থী তরুণ তরুণীর জীবন গঠন প্রক্রিয়ার প্রতি আমরা কতোটা অনুদার থাকছি, তা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। যে ১৫০০ কলেজে দেশের বৃহত্তর অংশ তরুণ-তরুণী পড়াশুনা করছে, সেগুলো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য, আদর্শ

সঠিকভাবে কোর্স পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকমন্ডলী, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সহায়ক পরিবেশ না থেকে থাকলে, সেগুলোর নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ইতো দায়ী। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব প্রশাসনিক জটিলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেগুলোর বিশেষ গুরুত্বের সাথে দ্রুত নিরসন ঘটাতে হবে।

কলেজগুলোতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে সম্মান ও মাষ্টার্স শ্রেণীতে যে সিলেবাস চালু করেছে, তা সঠিক অর্থে যুগোপযোগী নয় এবং এ বিষয়ের জন্য শিক্ষকদের যোগ্যতাও যথোপযুক্ত নয়। পাঠ্য থাকলে কি হবে? পাঠদানের যোগ্যতাও থাকতে হবে শিক্ষকগণের। মেধা আছে অনেকেরই, কিন্তু উচ্চতর ডিগ্রী ও গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং পাঠদানের চর্চা ক'জনার আছে? বিষয়টি বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে। পাঠদানের চর্চা বলতে উপযুক্ত বইপত্র পাঠ করে নিয়মিত ক্লাস গ্রহণকেই বুঝি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজসমূহ থেকে সম্মান ও শেষ পর্ব মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করলেই যে জ্ঞানার্জন সঠিকমানে হয় না, জ্ঞানের ভিত পাকা হয় না তার অজস্র নমুনা চাকরীর

ও উদ্দেশ্য সফল করার দায়িত্ব যাদের হাতে ছিল, মূলতঃ যারা এগুলো একদিন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাদের অনেকেই আজ দেশছেড়ে বিদেশে বসবাস করছেন। কেউ ভারত, কেউ পাকিস্তান, কেউ যুক্তরাজ্যে, কেউ যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডায় সপরিবারে বসবাস করছেন। যারা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অল্প পূর্বে এবং অল্প পরে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কলেজগুলো প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাদের নিজ নিজ সন্তান এসব কলেজে পড়তে আসে না। খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির সুযোগ বঞ্চিত প্রায় দেড়লক্ষ তরুণ-তরুণী একপ্রকার বাধ্য হয়েই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলোতে সম্মান কোর্সে ভর্তি হয়।

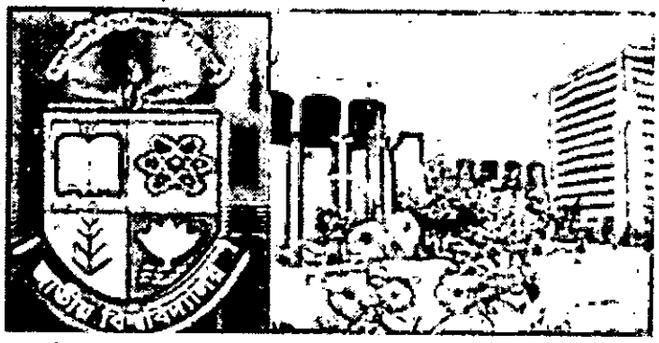

উচ্চশিক্ষার্থে ভর্তির সুযোগ পাবার পর পড়াশুনার সুযোগ যথার্থরূপে পায় ...টাই সবার কাম্য।

ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়। ...
লক্ষ্য একটাই, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এবং কোন এ...
পেশার যোগ্য হওয়া। উপযুক্ত একটি জীবি...
সন্ধান লাভ, শিক্ষিত সমাজের একজন হিসে...
দক্ষ যুবক-যুবতী হিসেবে সমাজে স্থান পা...
এদের প্রত্যেকেরই জীবনে বিরাট পাও...
এদের অভিভাবকগণ কেউ কেউ মনে ক...
ডিগ্রী একটা হলেই হলো। ডিগ্রী অর্জ...
প্রক্রিয়া স্বচ্ছ কি না, এটাও তাদের নিকট...
বিষয় নয়। বাংলাদেশের জেলা-উপজে...
পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত বহু কলেজ এভাবে একধর...
উদাসীনতা ও শৃঙ্খলাহীনতার শিক...
দুভার্গ্যজনকভাবে শিক্ষার মান এসব কলে...
কোনদিনই দক্ষতা অর্জন বা পেশাজীবী ...
উপযোগী ছিল না। এখনও নেই ফলশ্রুতি...
দেশের লক্ষ লক্ষ যুবসমাজ অলস ও ...
বেকার জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে।

দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির জন্য ডিগ্রী পাস স্তর ...
মাষ্টার্স ডিগ্রী প্রদানকারী কলেজগুলোকে ...
পরিচালনা ও তদারকি প্রদানের উদ্দে...
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। এই দায়িত্ব...
অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ উচ্চ দায়িত্ব হিসেবে ...
করতে হবে। জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় এই বহু...
শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা যে কি গুরুত্বপূর্ণ,
সহজেই অনুমান করা যায়। অত্যন্ত তাৎপর্য...
বিষয় এই যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বি...
বিষয়ে যে সিলেবাস অনুসরণ করা হয়, তা ...
বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্য...
বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনীয়। সিলেবাস প্র...
ও শিক্ষা প্রদানে যে বাস্তবসম্মত দূরত্ব আছে,
যারা এসব সিলেবাস প্রণয়ন করেছেন এবং ...
অনুসরণ করছেন তাঁরা উপলব্ধি করবে...
তথাপি সম্মান ও মাষ্টার্স পর্যায়ে জা...
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে সিলেবাস অনু...
হয়ে আসছে, তা মানসম্মতই বলতে হবে।
পাঠ্যকোর্স ও শিক্ষালাভের সুযোগ (বিশে...
বিজ্ঞান বিষয়সমূহে) আরও যুগোপযোগী ক...
লক্ষ্যে ফার্মেসী, কম্পিউটার বিজ্ঞান, জীনত...
ফলিত রসায়ন, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের ম...
বিষয়ে শিক্ষদানের ব্যবস্থা জাতীয় বিশ্ববিদ্যাল...
অধীনস্থ কলেজসমূহে প্রবর্তন করা খুবই জরু...
শিক্ষকগণের উচ্চতর প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ...
মনোনিবেশ করণ তাদের যোগ্যতা অর্জনের স...
সম্পৃক্ত, সে কথা পূর্বের নিবন্ধেও বলে...
সুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের স...
গবেষণা সংশ্লিষ্টতা তাদের যোগ্যতা বৃদ্ধি
আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি, দুই-ই সহজ করবে, এ...
পুনর্ব্যক্ত করছি। তথাপি ব্যবহারিক কে...
যেসব বিষয় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত আছে, সেগু...
সঠিকভাবে সম্পন্ন হলে, পড়াশুনার মান খা...
হবে না। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সঠিকভাবে কোর্সস...
সম্পাদিত হয় কিনা। সঠিকভাবে কো...
পরিচালনা করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকমন্ড...
গবেষণাগার, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য সহা...
পরিবেশ না থেকে থাকলে, সেগুলোর নিশ্চয়...
প্রদান করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ই...
দায়ী। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব প্রশাসনি...
জটিলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেগুলো...
বিশেষ গুরুত্বের সাথে দ্রুত নিরসন ঘটা...
হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি কার্যক্র...
গতিশীল ও সুষ্ঠু করার স্বার্থে বিভাগীয় পর্যা...
এর প্রশাসনিক শাখা প্রতিষ্ঠা এবং উপাচার্য...
উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য মূল ক্যাম্পা...
আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা খুবই জরুরী।

[লেখক : চেয়ারম্যান, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিষ্ট্রি বিভ...